সবাইকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা

ক্লাশ পরিচালনায়

নাম- খ. ম. রওশন হাবিব

পদবী- চিফ ইনস্ট্রাক্টর(নন-টেক) ম্যানেজমেন্ট

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩.১ লেনদেনের সত্তা (State the aspects in a Transactions)

কোন লেনদেন সংঘটিত হওয়া মাত্র দু'অথবা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে দাতা গ্রহীতার ভাগ করে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া হলো লেনদেনের দ্বৈত সত্তা। এরূপ ক্ষেত্রে দু'টি পক্ষ বিদ্যমান থাকে। এক পক্ষ দাতা, অন্য পক্ষ গ্রহীতা। যেমনঃ করিমের নিকট ৫০০/= টাকায় মাল নগদ ক্রয় করা হলো। এখানে মাল ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট। এখানে দ্বৈত সত্তা বিদ্যমান রয়েছে।

৩.২ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা (Define single entry system.)

কোন লেনদেন সংগঠিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তার আশ্রয় না করে ইচ্ছামত হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করাকে একতরফা দাখিল পদ্ধতি বলে।

অন্য কথায় বলা যায়, ১৪৯৪ সালে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত যে হিসাব পদ্ধতি চালু ছিল তা একতরফা দাখিলা পদ্ধতি।

নিম্নে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদত্ত হলঃ

১. Prof. H Banerjee বলেন, "Any system which ignores the two fold aspect of each transaction is termed as Single Entry" অর্থাৎ যে হিসাবে লেনদেনের দ্বৈত সত্তা পরিহার করে হিসাব রাখা হয় তাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

২. আ. এন. কার্চির বলেন, "এক তরফা দাখিলার রীতিকে কোন ক্রমেই একটি পদ্ধতি বলা ঠিক নহে। কেননা, পদ্ধতি মাত্রেরই একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে, কিন্তু এক তরফা দাখিলার কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নাই।"

৩. Shukla & Grewal এর মতে, "এ পদ্ধতি সত্যিকারে কোন পদ্ধতি নহে।"

৩.২.১ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির উদ্দেশ্য(State objectives of single entry system)

কোন লেনদেন সংঘঠিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তার জ্ঞান না করে ইচ্ছামত হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করাকে একতরফা দাখিল পদ্ধতি বলে। যে উদ্দেশ্যে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয় তা নিম্নরূপঃ

১। মনগড়া পদ্ধতিঃ হিসাব শাস্ত্রের সঠিক জ্ঞান না থাকলে ও এ হিসাব পদ্ধতি দ্বারা হিসাব রাখা যায়।

২। ব্যক্তিগত হিসাব পদ্ধতিঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হিসাব রাখা হয়।

৩। হিসাব শাস্ত্রের জ্ঞানঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার জন্য হিসাব শাস্ত্রের সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন পরে না।

৪। হিসাব সংখ্যাঃ এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার জন্য হিসাবের জ্ঞান করার দরকার হয় না।

৫। ব্যয় কমঃ মনগড়া ও ব্যক্তিগত ভাবে হিসাব রাখার ফলে ব্যয় নিয়ন্ত্রন করা সহজ হয়।

৬। নমনীয়তাঃ নির্দিষ্ট নিয়মে হিসাব রাখা হয় না তাই হিসাব তৈরির পর যে কোন সময় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যায়।

৭। গোপনীয়তাঃ এ পদ্ধতিতে কারবারের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব।

৩.২.২ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা(Discuss the advantages of single entry system)

একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মিশ্র পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও এ পদ্ধতিতে নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী হিসাবরক্ষণের সুবিধা থাকায় বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে এমনকি আমাদের দেশে খুচরা কারবার সমূহে এর উপযোগিতা রয়েছে। সুবিধা সমূহ নিম্নরূপঃ

১. সহজ পদ্ধতিঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি সহজ পদ্ধতি। যে কেহ ইচ্ছা করলে এটি সহজে ব্যবহার করতে পারে।

২. হিসাবশাস্ত্র জ্ঞানের প্রয়োজন নেইঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাব শাস্ত্রের জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। এটি এর একটি বড় গুণ বা সুবিধা।

৩. স্বল্প ব্যয়ঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যেহেতু কোন নীতি অনুসৃত হয় না তাই এটি প্রয়োগে ব্যয় কম হয়।

৪. কম সময় সাপেক্ষঃ এ পদ্ধতি প্রয়োগে রীতি পদ্ধতি না থাকায় এ পদ্ধতি প্রয়োগে সময় কম লাগে।

৫. হিসাবের স্বল্পতাঃ এ পদ্ধতিতে দুতরফার ন্যায় ডেবিট বা ক্রেডিট সমান মানা হয় না বলে এ পদ্ধতিতে হিসাব সংখ্যা কম থাকে।

৬. গোপনীয়তাঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় থাকে। এটি এর একটি সুবিধা।

৭. প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহঃ এ হিসাবে নামিক হিসাব উপেক্ষা করা হলেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রক্ষা করার ফলে জরুরী তথ্যাদি পাওয়া যায়।

৩.২. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা (Define Double Entry System)

যে পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেন সমূহকে দ্বৈত সত্ত্বায় বিভক্ত করে একটিকে ডেবিট এবং অন্যটিকে ক্রেডিট রূপে বিভক্ত করে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় তা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।

অন্য কথায় বলা যায়, লেনদেনে সমূহকে লেখার পূর্বে দু ভাগে ভাগ করা হয়। যে পদ্ধতিতে বিভক্তিকরণ করা হয় তা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।

১৪৯৪সালে ইতালী দেশীয় গণিত শাস্ত্রবিদ ধর্মযাজক লুকাপ্যাসিওলি সর্ব প্রথম দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির আবিষ্কার করেন।

১. এ সম্পর্কে **Prof: H. Banerjee** বলেন, "The system of recording the two fold aspects of a transaction is known as Double Entry." (অর্থাৎ কোন লেনদেনের দু'টি পক্ষ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।)

২. **R. N. Carter** বলেন, "Every debit must have a corresponding credit and vice-versa" অর্থাৎ প্রতিটি ডেবিট এর অনুরূপ ক্রেডিট থাকবে এবং প্রতিটি ক্রেডিট এর অনুরূপ ডেবিট থাকবে।

৩.২.১ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা (Discuss the advantages of Double entry system)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য একটি হিসাব পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণে অনেকগুলো সুবিধা বিদ্যমান। তাই এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি। নিম্নে এর সুবিধা বর্ণিত হলোঃ

১. লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাবঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে প্রতিটি লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাব পাওয়া যায়।

২. গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব।

৩. সঠিক লাভলোকসান নির্ণয়ঃ এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে ক্রয় বিক্রয়, লাভ লোকসান নির্নয় করা সহজ হয়।

৪. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে হিসাব রাখার ফলে একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্নয় করা যায়।

৫. পাওনা ও দেনার পরিমান নির্ণয়ঃ এ পদ্ধতির দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক দেনা ও পাওনার পরিমান নিরূপন করা সম্ভব হয়।

৬. জালিয়াতি প্রতিরোধঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাব রাখার ফলে জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়।

৭. ভবিষ্যৎ রেকারেন্সঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মতে হিসাব রাখার ফলে এটি ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে।

৮. তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ এর মাধ্যমে হিসাব রাখার ফলে পূর্ববর্তী বছরের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

৯. সঠিক কর নির্ধারণঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে কর কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে কর নির্ধারণ করতে পারে।

৩.৩ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মুলনীতি (Discuss The Principles of double entry System)ঃ

কোন লেনদেন সংঘটিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তার ভাগ করে অর্থাৎ একটিকে ডেবিট এবং অন্যদিকে ক্রেডিট রূপে বিভক্ত করে হিসাবের খাতার লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। যে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে দু'তরফা দাখিলা প্রস্তুত করা হয় এগুলো দু'তরফা দাখিলার মুলনীতি। নিম্নে দু'তরফা দাখিলার মুলনীতি গুলি আলোচনা করা হলোঃ

১। দ্বৈত সত্তার বিভক্তিকরণ ঃ লেনদেন সংঘটিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তার ভাগ করে অর্থাৎ যে পরিমান টাকা ডেবিট, সে পরিমান টাকা ক্রেডিট করা।

২। দাতা গ্রহীতা নির্ণয় ঃ প্রতিটি লেনদেনের দাতা ও গ্রহীতা সঠিক ভাবে নির্ণয় করাই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মুলনীতি।

৩। অর্থের অংকের সমতা ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে যে পরিমান টাকা ডেবিট করা হয় অপর পক্ষে সম পরিমান টাকা ক্রেডিট করে সমতা বিধান করা।

৪। ডেবিট ক্রেডিট রীতি ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সুবিধা গ্রহণকারীকে ডেবিট এবং সুবিধা প্রদানকারীকে ক্রেডিট করা।

৫। সঠিক আর্থিক চিত্র ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিপ্রয়োগ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সঠিক আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়।

৬। লাভ লোকসান নির্ণয় ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মুলনীতি অনুসারে হিসাব রাখার ফলে প্রতিষ্ঠানের সঠিক লাভ বা ক্ষতি জানা যায়।

৭। সহজ ব্যবহার ঃ সর্বোপরি বলা যায় দু'তরফা দাখিলা আবিষ্কারের ফলে হিসাবের ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবসান ঘটে এ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে সহজে হিসাব নির্ণয়ে প্রয়োগ করা হয়।

৮। কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাঃ এ পদ্ধতিতে কারবার ও মালিক দুটি পৃথক সত্তা হিসাবে কাজ করে।

৯। নির্ভুল হিসাব ব্যবস্থাঃ সর্বপরি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত হিসাব পদ্ধতি।

৩.৪ এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি ও দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

(Distinguish between Single Entry and Double Entry System of Book-Keeping)

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাবের ক্ষেত্রে আদি ও পুরোনো ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এ দু পদ্ধতির মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপঃ

শিরোনাম	এককতরফা দাখিলা পদ্ধতি	দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি
১। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি	এ পদ্ধতিতে কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। যথার্থ ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।	এ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে দ্বৈত সত্ত্বা অনুসরণ করে হিসাব রাখা হয়। এটি একটি বৈজ্ঞানিক হিসাব পদ্ধতি।
২। সংজ্ঞাগত পার্থক্যঃ	যে হিসাব পদ্ধতিতে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি অনুসৃত হয় না তাকে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।	যে পদ্ধতিতে লেনদেন সমূহকে দ্বৈত সত্তায় ভাগ করে হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাকে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।
৩। সঠিক চিত্র	এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক চিত্র পাওয়া যায় না।	দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়।
৪। শুদ্ধতা যাচাই	এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায় না ফলে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় না।	দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায়। ফলে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।
৫। লাভক্ষতি নির্ণয়	এ পদ্ধতি দ্বারা সঠিক লাভক্ষতি জানা যায় না।	এ পদ্ধতি দ্বারা সঠিক লাভক্ষতি জানা যায়।

৩.৫ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অপেক্ষা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি উন্নততর কেন তা বিশ্লেষণ কর

(Justify Whether Double Entry System is Important over Single Entry System.)

(১) সঠিক আর্থিক চিত্র ঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব রাখার ফলে সঠিক অর্থে আর্থিক চিত্র প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা সঠিক আর্থিক অবস্থা জানা যায়।

(২) গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই ঃ দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব কিন্তু একতরফা হিসাবে তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৩) লাভ লোকসান নির্ণয় ঃ দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে আর্থিক বৎসর শেষে সঠিক লাভ লোকসান জানা যায় কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৪) জালিয়াতি রোধঃ দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা ডেবিট সঙ্গে সঙ্গে সে পরিমাণ টাকা ক্রেডিট করা হয়, ফলে চুরি ও জালিয়াতি হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে এক তরফায় তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৫) দেনা পাওনা নির্ণয় ঃ দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায়ী মোট দেনা পাওনার সঠিক পরিমাণ জানতে পারেন কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৬) মূল্য নির্ধারণ ঃ দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক বিজ্ঞানসম্মত হিসাব রাখার ফলে সঠিক মূল্য নির্ধারণ সম্ভব কিন্তু একতরফা দাখিলায় তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৭) সঠিক তথ্য ঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায়ের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না কিন্তু দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব।

(৮) প্রয়োগ ঃ দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ করা সম্ভব কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতির কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের নিয়ম নাই সুতরাং একতরফা একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি।

(৯) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহঃ নিয়মসম্মত ভাবে হিসাব রাখার ফলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রক্ষা করার ফলে জরুরী তথ্যাদি পাওয়া যায়।

(১০) খাতওয়ারি আয় ব্যয় নির্ধারণঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে খাতওয়ারি হিসাব বের করা সহজ হয়।

কোন কিছু জানার থাকলে

বা কোন প্রশ্ন

সবাইকে ধন্যবাদ